মেহেরপুরের হরিরামপুর বিল দখল করার অভিযোগ বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর বিল দখল করার অভিযোগ উঠেছে স্খানীয় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে। গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন বিএনপি নেতা রশিদের নেতৃত্বে স্থানীয় বিএনপির নেতাদের বিলটি দখলে নিয়েছে অভিযোগ করেছেন ইজারাদাররা।

২০১৯ সালের ২০ মে হরিরামপুর বিলপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কাছে ৬ বছরের জন্য ইজারা দেয় জেলা প্রশাসন। সেই চুক্তি মোতাবেক চলতি ১৪৩০ বাংলা সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত ইজারাদাররা বিলটিতে মাছ চাষ করতে পারবেন। কিন্তু সরকার পতনের সাথে সাথে চর দখলের মত বিলটি দখলে নেয় বিএনপি নেতারা। দখলে নেওয়ার পর লিখে নেওয়ার জন্য নানাভাবে হুমকি দিয়ে আসছে। এ ঘটনায় হরিরামপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে গ্রামবাসী।

হরিরামপুর বিলপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাত্তক আলী অভিযোগ করে বলেন, ৬ বছরের জন্য বিলটি আমরা ইজারা নিয়েছি সরকারি নিয়ম মেনে। আমাদের এখনো ৮ মাস বাকি রয়েছে। কিন্তু সরকার পতনের সাথে সাথে বিএনপির নেতারা বিল থেকে আমাদের লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা দখল করে নিয়েছে। এখন বিলটি লিখে নেওয়ার জন্য বিভিণ্ণ ভাবে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। চলতি বছরে আমরা প্রায় ৪২ লাখ টাকার পোনা ছেড়েছি। এখন মাছ বিক্রি করলেও প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লাখ টাকা হবে। আমরা তাদের বলেছি, আমাদের মেয়াদ শেষ হলে বিলটি ছেড়ে দেব। কিন্তু তারা জোর করে বিলটি দখলে নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে প্রশাসনকে বলেও কোন লাভ হচ্ছে না।

তবে, এ ব্যাপারে অভিযুক্ত বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

বিএনপির খণ্ড খণ্ড মিছিল গাংনী উপজেলা শহর জনসমুদ্রে পরিণত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির তিনটি গ্রুপ পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। কর্মসূচিকে ঘিরে সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীরা গাংনী উপজেলা শহরে অবস্থান করেন। পরে একে একে গোটা এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

যার কারণে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মিছিল থেকে গণহত্যার দায়ে বিএনপি ও ছাত্র-জনতা শেখ হাসিনা ও তার দোসরদের ফাঁসি দাবি করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকা থেকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে হাসপাতাল বাজার হয়ে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে (অস্থায়ীভাবে স্থাপিত) এসে শেষ হয়।

বিএনপি নেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা বিষয় সহসভাপতি আব্দুর রউফ, নাসির উদ্দিন, গাংনী পৌরসভার কমিশনার নাছির উদ্দীন, সাবেক কমিশনার আব্দুল্লাহেল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নানসহ বিএনপি, কৃষকদল, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির একাংশ ও জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের উদ্যোগে বিশাল বিক্ষাভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলটি উপজেলা বিএনপির রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার ঘুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশ সভাপতিত্ব কনেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু শিলাসহ বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

একই সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু’র নেতৃত্বে অপর একটি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে আয়োজিত সমাবেশ বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু,মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান, গাংনী পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সুলেরি আলভী, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেনসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

পৃথক পৃথক সমাবেশে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ফ্যাসিবাদী হাসিনাকে পুনর্বাসনের যেকোনো চক্রান্ত বিএনপি ও এদেশের ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে। বিএনপি ও ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনসহ বিগত ১৫ বছরে দেশে নির্বিচারে গুম, খুনের বিচার করতে হবে।

তারা বলেন, এখনো যারা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের পক্ষে আছেন তাদের চিহ্নিত করে সাজা নিশ্চিত করতে হবে। জুলুমের বিচার করতে হবে।

নিরীহ ছাত্র-জনতাকে হত্যাকাণ্ডের দায়ে খুনি শেখ হাসিনাসহ তার সহযোগীদের ফাঁসির দাবি জানান তারা।

মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ সমাবেশ ও মিছিল

দেশে অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মেহেরপুরে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩ টার সময় মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এই আয়োজন করে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর ছাত্র প্লাবণের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি এর সহকারী অধ্যক্ষ খন্দকার মুইজ, এএমআইই এর প্রাক্তন ছাত্র তামীম হাসান, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহীসহ মেহেরপুর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

মিছিলটি মেহেরপুর শহরের ড. শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে এখনো অশান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। যারাই দেশের বিরুদ্ধে অশান্তির অপচেষ্টা চালাবে তাদেরই প্রতিরোধ করবে এদেশের ছাত্র-জনতা।

মিছিলে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দোসরদের বিচারের দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

উপজেলা বিএনপির আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কেদারগন্জ বাজারে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

এসময় মাসুদ অরুন বলেন, ছাত্র হত্যার বিচার এই বাংলার মাটিতে হবে। শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না। শেখ হাসিনাকে ও তার দোসরদের দেশে ফিরিয়ে এনে পিলখানা হত্যা, বিএনপি নেতা কর্মীদের গুম খুন সহ জুলাই আগস্ট মাসের ছাত্র জনতা হত্যা সহ সমস্ত নির্যাতনের বিচার এই দেশের মানুষ করে ছাড়বে ইনআশাল্লাহ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপি সভাপতি এ্যাড: মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাবু,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান,সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির,সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, শ্রমিকদল, যুবদল, ছাত্রদলসহ উপজেলা বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যাক নেতা কর্মীরা অংশ নেন।

অন্তর্বর্তী সরকারে উপদেষ্টা

বাড়ছে, শপথ আগামীকাল

অন্তর্বর্তী সরকারের পরিধি আরও বাড়ছে। নতুন করে আরও পাঁচ সদস্য উপদেষ্টা হিসেবে সরকারে যুক্ত হতে যাচ্ছেন। ফলে সব মিলিয়ে উপদেষ্টার সংখ্যা বেড়ে ২২ জন হতে চলেছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) মন্ত্রিপরিষদ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

মন্ত্রিপরিষদ সূত্র জানিয়েছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট অন্তর্বর্তী সরকার করা হলেও এর পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। আগামীকাল শুক্রবার আরও কয়েকজন উপদেষ্টা যুক্ত হতে যাচ্ছেন। এ সংখ্যা হতে পারে পাঁচজন। তবে তাদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

রাষ্ট্রপতির দৈনিক কর্মসূচি অনুসারে, আগামীকাল বিকাল ৪টার বঙ্গভবনে নতুন উপদেষ্টাদের শপথ অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (৮ আগস্ট) অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসসহ ১৩ উপদেষ্টা শপথ নেন। সে সময় ঢাকার বাইরে থাকায় অন্য তিন উপদেষ্টা শপথ নিতে পারেননি। তাদের মধ্যে দুজন সুপ্রদীপ চাকমা ও বিধান রঞ্জন রায় শপথ নেন গত রোববার। সবশেষ মঙ্গলবার উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন ফারুক-ই-আজম।

সূত্র: কালবেলা

১০ দিনের রিমান্ডে টুকু-পলক-সৈকত

রাজধানীর পল্টনে কামাল মিয়া নামে এক রিকশাচালককে হত্যা মামলায় ১২তম জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এবং ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তানভীর

হাসান সৈকতের ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট রশিদুল আলমের আদালত তাদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার তদন্তের জন্য এদিন এই তিনজনের প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করা হয়।

পল্টন মডেল থানার ওসি সেন্টু মিয়া বলেন, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু, সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে পল্টনে এক রিকশাচালককে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। দুপুরের পরে এই তিনজনকে আদালতে তোলা হবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

গাংনীতে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বাড়ি ঘরে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ তুলেছেন মিলন হোসেন। মিলন হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বাসিন্দা।

মিলন হোসেন অভিযোগ করেন, আট কাঠা জমি নিয়ে হামলাকারীদের সাথে দীর্ঘদিন মামলা চলে আসছে। এই মামলার জের ধরে গত ৬ আগষ্ট ভোররাতের দিকে চাচাত ভাই, কাওছার আলীর, খোকন, দেলশাদ, জব্বার, রকিবুল হাসিবুল, রেবেকা, লালভানু, রিপাসহ তাদের লোকজন আমার বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর করে।

এসময় তারা আমার বাড়ির উঠানে থাকা একটি স্যালোইঞ্জিন চালিত আলগামন, বাইসাইকেল, মোটরসাইকেল, ঘরে থাকা ফ্রীজ, ফ্যান, সাব বাকস, সেলাইমেশিন, ঘরের জানালা দরজা ভাঙচুর, বিদ্যুতের মিটার, ড্রেসিং টেবিল, খাট, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। এছাড়া গ্যাসের চুলা, রাইস কুকার, পেশার কুকার, একটি স্বর্ণের

চেইন ও টাকা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

এসময় ঠেকাতে গেলে আমার ভাই, নাজমুল ইসলাম তার স্ত্রী রেহেনা খাতুন ও বৃদ্ধা মাতা নুছিলা খাতুনকে মারপিট করে। তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

৭ বছর পর পরিবার ফিরে পেলো মানসিক প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর

হারানোর সাত বছর পর প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীরকে কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন স্বজনরা। ভাইকে বুকে টেন নিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন বড় ভাই আব্দুর রহমান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ ও বর্ডারগার্ড বাংলাদেশের সদস্যরা প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর (৩৫) কে তার স্বজনদের হাতে তুলে দেন।

জাহাঙ্গীর মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলার নিলাম্বরপট্টি এলাকার মৃত আমির উদ্দিনের ছেলে।

বড় ভাই আব্দুর রহমান বলেন, ৭ বছর আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানসিক প্রতিবন্ধী জাহাঙ্গীর। মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজন জাহাঙ্গীরকে খুঁজতে সাত বছর পথে পথে ঘুরছিল। অবশেষে সৃষ্টিকর্তার দয়ায় এবং বিজিবি ও পুলিশের সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ভাই জাহাঙ্গীরকে আবার ফিরে পেলাম।

তিনি জানান, জাহাঙ্গীরের বয়স এখন ৩৫ বছর। ৭ বছর আগে হারিয়ে যাওয়ার পর সব কিছু ভূলে গেলেও রক্তের বাধন কখনও ছিন্ন হয়নি। স্বজনদের দেখা মাত্রই সে অতি সহজে চিনে নিয়েছে।

আব্দুর রহমান বলেন, সংসারের স্বচ্চলতা ফেরাতে জাহাঙ্গীর কুয়েতে গিয়েছিল। সেখানে দুই বছর থাকার পর মাথায় সমস্যা দেখা দেই। পরে বাড়ি এসে ঢাকাতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছিল।

বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যাবে ভেবে শিকল পরিয়ে রাখা হতো তাকে। আমি কাজের জন্য বাহারাইন যায়। সেখানে যাওয়ার পর আর ভাইয়ের সাথে দেখা হয়নি। জাহাঙ্গীর স্থানীয় একটি মাদ্রাসাতে হাফেজি পড়েছে। জাহাঙ্গীরকে গ্রহণের সময় বড় ভাবি ফুলবানু নেছা, ভাতিজা মূর্শেদ আলম, গণ্যমান্য ব্যাক্তি পান্নু শেখ উপস্থিত ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের ভাতিজা মূর্শেদ আলম বলেন, চাচা জাহাঙ্গীর সাত বছর আগে বাড়ি থেকে সবার অজান্তেই বের হয়েছিল। এরপর আর ফিরে আসেননি। আমরা অনেক খোঁজাখুজি করেছি, কিন্তু পাইনি। তার বাবা তাকে খুঁজে না পেয়ে এক সময় মারা যান। এ অবস্থায় গত ১৩ আগষ্ট আমাদের সিঙগাইর থানা পুলিশ আমাদের খোঁজ দেন। পুলিশের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে তাকে নিতে গাংনী থানায় আসি আমরা। সাত বছর পর চাচাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি। এজন্য বিজিবি ও গাংনী পুলিশকেও ধন্যবাদ জানাই।

৪৭ বিজিবির খাঁসমহল বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার শাহাবুদ্দিন জানান, গত (১১ আগষ্ট) দিবাগত রাত সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী খাঁসমহল গ্রামের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৮ এর ৪ এস নিকট সন্দেহতীতভাবে ঘোরাফেরা করার সময় বিজিবির একটি টহল টিম আটক করে তাকে। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে কোনো কথা বলেনি। পরে গাংনী থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, প্রথমে তাকে জেল পলাতক কোনো দাগী আসামি ভাবা হয়েছিল। পরে তার দেওয়া তথ্য নিশ্চিত করতে মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানার সাথে যোগাযোগ করা হয়। ওই থানা পুলিশ এলাকায় গিয়ে বিস্তারিত শুনে ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিশ্চিত হন সে একজন মানসিক প্রতিবন্ধী। পরে পরিবারের লোকজন ও ওই এলাকার গণমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের মিছিলে যাওয়া যুবককে হামলার অভিযোগ

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে যাওয়ার জের ধরে লোমান
(২৩) নামের এক যুবককে রেঞ্চ দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে রক্তাক্ত জখমের অভিযোগ উঠেছে। লোমান মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামের হঠাৎপাড়ার মালয়েশিয়া প্রবাসী মহিবুল ইসলামের ছেলে।

গতকাল বুধবার সকালে কলাইডাঙ্গা গ্রামের বেলে পাড়ার আতাহারের দোকানের সামনে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা বলেন, গত ৪ তারিখ সারাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর শহরেও ছাত্ররা এই বিক্ষোভ পালন করে। এই ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে অংশ গ্রহণ করে লোমান। এরই জের ধরে ঐদিন সন্ধ্যায় ছাত্র লীগের বাহিনী হামলা চালিয়ে লোমানের বাড়ীর গেট ভাংচুর করে। তারপর থেকে লোমান প্রাণভয়ে আত্নগোপনে থাকে।

চারদিন আগে লোমান তার নানা বাড়ী কলাইডাঙ্গার মাঝপাড়ার আক্কাস আলীর বাড়ীতে এসে অবস্থান করে। ঘটনার দিন সকালে লোমান আতাহারের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন কলাইডাঙ্গা মাঝপাড়ার আমবার আলী ও তার ছেলে সবুজ মাঠে যাচ্ছিল। এসময় সবুজ ও লোমানের মধ্যে ভাংচুরের বিষয় নিয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে সবুজের হাতে থাকা রেঞ্চ দিয়ে লোমানের মাথায় এলোপাতাড়ি আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। তখন প্রতিবেশীরা সবুজকে ধরে ঘরে আটকে রাখে। এ সময় সবুজ তাকে মেরে ফেলারও হুমকি দেয় বলে জানান তিনি।

পরে লোমানকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়, তাতে তার মাথায় ষোল টা সেলাই হয়। লোমানের নানা আক্কাস আলী বলেন, লোমানকে মারার একটাই উদ্দেশ্য- সে ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে গিয়েছিলো এটাই ওর অপরাধ। এজন্যই ওরা আমার মেয়ের বাড়ীঘর ভাংচুরও করেছে। ঘাতক সবুজকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয় গ্রামবাসী।

আজ বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে আদালতে মামলা করা হবে বলে জানা যায়।